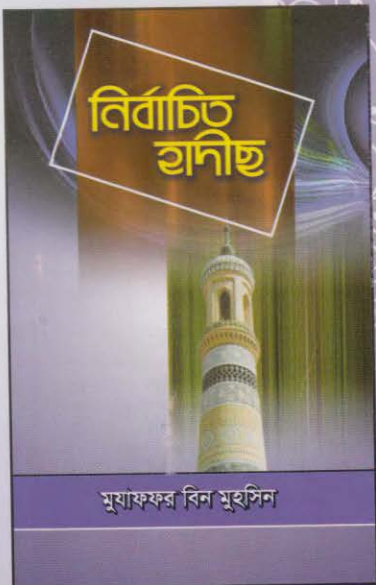
নির্বাচিত হাদীছ



মুযাফফর বিন মুহসিন





নির্বাচিত হাদীছ

লেখকের অন্যান্য বই সমূহঃ

১. যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি
২. শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত
৩. তারাবীহর রাক'আত সংখ্যা
৪. ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে ঈদের তাকবীর
৫. মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ ১ ও ২
৬. জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছা.) এর ছালাত

নির্বাচিত হাদীছ

মুযাফফর বিন মুহসিন

নির্বাচিত হাদীছ

প্রকাশক : আছ-ছিরাত প্রকাশনী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১

প্রকাশকাল :
সেপ্টেম্বর ২০১৩ খৃ.

কম্পোজ : আছ-ছিরাত কম্পিউটার, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

NIRBACITO HADEETH *BY Muzaffar Bin Mohsin. Dawra-e-Hadeeth, Kamil, B.A (Honors), M. A University of Rajshahi. Ph.D. Fellow, University of Rajshahi. Mobaile : 01715-249694. Fixed Price: 20 (twenty) Taka only.*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لاَّ نَبِيَّ بَعْدَهُ

ভূমিকা :

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহীতে ২০১০ সালে 'বুলূগুল মারাম'-এর দারস প্রদান করতে গিয়ে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ নির্বাচন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জীবনের শুরুতেই ছাত্ররা হাদীছগুলো মুখস্থ করে নিতে পারবে এবং যথা স্থানে দলীল ভিত্তিক জবাব প্রদান করতে পারবে। এ জন্য ছাত্ররাও মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিত। দীর্ঘ পরে হলেও তা সম্ভব হল। *ফালিল্লা-হিল হামদ*। আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন-আমীন!!

-সংকলক

নির্বাচিত হাদীছ

(١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ.

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আছ যে আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আছ যে আমার কাছে কিছু চাইবে আর আমি তাকে তা দান করব। কে আছ যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করব'?[১]

(٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِيْ غَلَبَتْ غَضَبِيْ.

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আল্লাহ মাখলূক সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, তখন আরশের উপর তাঁর কাছে রক্ষিত এক কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন যে, অবশ্যই আমার করুণা আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে'।[২]

(٣) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ. كَانَتْ لِيْ جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِيْ قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُوْنَ لَكِنِّيْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ ائْتِنِيْ بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللهُ؟ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

---

১. বুখারী হা/১১৪৫, ১/১৫৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১০৭৯, ২/৩০৮ পৃঃ); মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩, পৃঃ ১০৯, 'ছালাত' অধ্যায়, 'তাহাজ্জুদের প্রতি উৎসাহ প্রদান' অনুচ্ছেদ।

২. ছহীহ বুখারী হা/৩১৯৪, ১/৪৫৩ পৃঃ, 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/২৩৬৪, 'দু'আ' অধ্যায়, 'আল্লাহ্র রহমতের প্রশস্ততা' অনুচ্ছেদ।

(৩) মু'আবিয়া বিন হাকাম আস-সুলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার একজন দাসী ছিল। ওহুদ ও জাওয়ানিয়্যাহ্ নামক স্থানে সে আমার ছাগল চরাত। একদিন দেখি, নেকড়ে বাঘ একটি ছাগল ধরে নিয়ে গেছে। আমি একজন আদম সন্তান হিসাবে অনুরূপ রাগান্বিত হই যেভাবে তারা হয়। ফলে আমি তাকে এক থাপ্পড় মারি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলে একে তিনি বড় অন্যায় মনে করলেন। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি তাকে আযাদ করব না? তিনি বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে আস। আমি তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। তিনি তাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? তখন সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাকে মুক্ত করে দাও, কারণ সে একজন ঈমানদার মেয়ে'।[৩]

(٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوْا مَنْ فِى الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ.

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দয়াশীল মানুষদের উপর দয়াময় আল্লাহ রহম করেন। সুতরাং তোমরা পৃথিবীবাসীর উপর দয়া কর, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর অনুগ্রহ করবেন।[৪]

(٥) عَنْ أَبِى مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِئُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِئُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

(৫) আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা রাত্রে তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন, যাতে দিনে পাপকারী তওবা করে। তিনি দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন, যাতে রাতে পাপকারী তওবা করে। পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত এটা তিনি জারী রাখবেন।[৫]

---

৩. ছহীহ মুসলিম হা/৫৩৭, ১/২০৩ পৃঃ, 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮।
৪. আবুদাউদ হা/৪৯৪১, ২/৬৭৫ পৃঃ; তিরমিযী হা/১৯২৪, 'সৎ আমল ও সদাচারণ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৬; মিশকাত হা/৪৯৬৯।
৫. মুসলিম হা/৭১৬৫, ২/৩৫৮ পৃঃ, 'তওবা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫।

(٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَيَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

(৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার হালাল রোযগার থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করবে- কারণ আল্লাহ হালাল বস্তু ছাড়া কোন কিছুই কবুল করেন না, আল্লাহ তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করবেন। অতঃপর দানকারীর জন্য তা প্রতিপালন করতে থাকেন যেরূপ তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন-পালন করে বড় করে থাকে। অবশেষে তা পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়'।[৬]

(٧) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقٍ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَّمُؤْمِنَةٍ فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَّسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَّاحِدًا.

(৭) আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, '(ক্বিয়ামতের দিন) আমাদের প্রভু পায়ের নলা উন্মুক্ত করে দিবেন। অতঃপর সকল মুমিন পুরুষ ও নারী তাকে সিজদা করবে। কিন্তু বাকী থাকবে ঐ সমস্ত লোক, যারা দুনিয়ায় সিজদা করত লোক দেখানো ও প্রচারের জন্য। তারা সিজদা করার জন্য যাবে, কিন্তু তাদের পৃষ্ঠদেশ একখণ্ড তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে'।[৭]

(٨) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَيَزَالُ يُلْقَى فِيْهَا وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَدَمَهُ فَيَنْزَوِيْ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ تَقُوْلُ قَدْ قَدْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ.

(৮) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নামে (জাহান্নামীদের) নিক্ষেপ করা হতে থাকবে আর সে (জাহান্নাম) বলবে, আরো আছে কি? শেষ পর্যন্ত জগৎ সমূহের প্রতিপালক তাতে পা রাখবেন। ফলে জাহান্নামের একাংশ আরেকাংশের সাথে মিশে যাবে। অতঃপর জাহান্নাম বলবে, আপনার প্রতিপত্তি ও মর্যাদার শপথ! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে'।[৮]

৬. বুখারী হা/১৪১০, ১/১৮৯ পৃঃ, 'যাকাত' অধ্যায়।
৭. বুখারী হা/৪৯১৯, ২/৭৩১ পৃঃ, 'তাফসীর' অধ্যায়।
৮. বুখারী হা/৭৩৮৪, ২/৭১৯ পৃঃ, 'তাওহীদ' অধ্যায়।

(٩) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِىْ أُصَلِّىْ.

(৯) মালেক ইবনু হুওয়াইরিছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বলেন, 'তোমরা সে ভাবেই ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ'।[৯]

(١٠) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ.

(১০) রাসূলুল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের মাঠে বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে ছালাতের। ছালাতের হিসাব শুদ্ধ হলে তার সব আমলই সঠিক হবে আর ছালাতের হিসাব ঠিক না হলে, তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে'।[১০]

(١١) عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ.

(১১) জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি আর মুশরিক ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য হল, ছালাত পরিত্যাগ করা'।[১১]

(١٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

(১২) আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দা (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের ও তাদের (কাফের, মুশরিক ও মুনাফিক) মধ্যে

---

৯. ছহীহ বুখারী হা/৬৩১, ১/৮৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬০৩, ২/৫২ পৃঃ), 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৮; মিশকাত হা/৬৮৩, পৃঃ ৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৩২, ২/২০৮ পৃঃ।

১০. ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/১৮৫৯; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮।

১১. ছহীহ মুসলিম হা/২৫৬ ও ২৫৭, ১/৬১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪৯ ও ১৫০), 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৭; মিশকাত হা/৫৬৯।

যে অঙ্গীকার রয়েছে, তা হল ছালাত। সুতরাং যে ব্যক্তি ছালাত ছেড়ে দিবে, সে কুফুরী করবে'।[১২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি ছালাত ছেড়ে দিবে সে শিরক করবে'।[১৩]

(١٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ.

(১৩) আব্দুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব উকায়লী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ আমল সমূহের মধ্যে কোন আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফুরী বলতেন না, ছালাত ব্যতীত।[১৪]

(١٤) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّيْ فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.

(১৪) উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমাদের প্রভু অত্যন্ত খুশি হন ঐ ছাগলের রাখালের প্রতি যে পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে ছালাতের আযান দেয় এবং ছালাত আদায় করে। তখন মহান আল্লাহ ফেরেশতাগণকে বলেন, তোমরা লক্ষ্য করো- সে আযান দেয় এবং ছালাত কায়েম করে এবং আমাকে ভয় করে। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করালাম।[১৫]

---

১২. তিরমিযী হা/২৬২১, ২/৯০ পৃঃ, 'ঈমান' অধ্যায়, 'ছালাত ত্যাগ করা' অনুচ্ছেদ; নাসাঈ হা/৪৬৩; ইবনু মাজাহ হা/১০৭৯; মিশকাত হা/৫৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৭, ২/১৬২ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

১৩. ইবনু মাজাহ হা/১০৮০, পৃঃ ৭৫, 'ছালাত কায়েম করা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৭, সনদ ছহীহ।

১৪. তিরমিযী হা/২৬২২, ২/৯০ পৃঃ, 'ঈমান' অধ্যায়, 'ছালাত' পরিত্যাগ করা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৭৯, পৃঃ ৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩২, ২/১৬৪ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

১৫. আবুদাউদ হা/১২০৩; ১/১৭০ পৃঃ; নাসাঈ হা/৬৬৬; মিশকাত হা/৬৬৫, পৃঃ ৬৫, 'আযানের ফযীলত' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬১৪, ২/২০২ পৃঃ।

(١٥) عَنْ أَبِى قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَعَالَى إِنِّى فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِىْ عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلاَ عَهْدَ لَهُ عِنْدِىْ.

(১৫) আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আপনার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছি, আর একটি অঙ্গীকার করেছি যে, নিশ্চয় যে ব্যক্তি সেগুলোকে ওয়াক্ত অনুযায়ী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে উপস্থিত হবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে সেগুলোকে সংরক্ষণ করবে না, তার জন্য আমার কোন অঙ্গীকার নেই।[১৬]

(١٦) عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصَّلاَةُ فِى جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً فَإِذَا صَلاَّهَا فِىْ فَلاَةٍ فَأَتَمَّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَلَغَتْ خَمْسِيْنَ صَلاَةً.

(১৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা পঁচিশ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করার ন্যায়। যখন উক্ত ছালাত কোন নির্জন ভূখণ্ডে আদায় করে অতঃপর রুকূ ও সিজদা পূর্ণভাবে করে, তখন সেই ছালাত পঞ্চাশ ছালাতের সমপরিমাণ হয়।[১৭]

(١٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

(১৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিনটি মসজিদ ছাড়া ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ। মসজিদুল হারাম, মসজিদে রাসূল (ছাঃ) এবং মসজিদুল আক্বছা।[১৮]

---

১৬. ছহীহ আবুদাউদ হা/৪৩০, সনদ হাসান।

১৭. আবুদাউদ হা/৫৬০, ১/৮৩ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

১৮. ছহীহ বুখারী হা/১১৮৯, ১/১৫৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১১৬, ২/৩২৭ পৃঃ); মিশকাত হা/৬৯৩, পৃঃ ৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৪১, ২/২১৪ পৃঃ।

(١٨) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

(১৮) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পৃথিবীর পুরোটাই মসজিদ। তবে কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত।'[১৯]

(١٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ.

(১৯) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কবরের মাঝে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।[২০]

(٢٠) عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

(২০) জুনদুব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নবী ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করো না। নিশ্চয় আমি তোমদেরকে এটা থেকে নিষেধ করছি।[২১]

---

১৯. তিরমিযী হা/৩১৭, ১/৭৩ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৭৪৫; মিশকাত হা/৭৩৭, পৃঃ ৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৮১, ২/২২৮ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ। কবরস্থান তাকেই বলা হয়, যেখানে মানুষ দাফন করা হয় আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ৩৫৭- المقبرة وهي الموضع الذي دفن فيه إنسان واحد فأكثر لقوله عليـه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة الحمام।

২০. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৩১৩, সনদ ছহীহ। কবর ক্বিবলার সামনে থাক কিংবা ডানে, বামে বা পিছনে থাক সে স্থানে ছালাত হবে না। আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃঃ ২১৪; আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ৩৫৭- وسواء في ذلك أ كان القبر قبلته أو عن يمينه أو عن يساره و خلفه لكن استقباله بالصلاة أشد لقوله ﷺ لعنـة الله علـى اليهـود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

২১. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৬, ১/২০১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১০৬৯), 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪; মিশকাত হা/৭১৩, পৃঃ ৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৬০, ২/২২০ পৃঃ।

(٢١) عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

(২১) জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) কবর পাকা করতে, তার উপর বসতে এবং এর উপর সমাধি সৌধ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।[২২]

(٢٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضى الله عنه قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ نُصُبًا فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُوْدٍ فِى يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُوْلُ (جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ).

(২২) এজন্যই কা'বার চতুর্পাশ্বে স্থাপিত ৩৬০ মূর্তিকে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ) মুহূর্তের মধ্যে নিজ হাতে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলেন।[২৩]

(٢٣) عَنْ أَبِى الْهَيَّاجِ الأَسَدِىِّ قَالَ قَالَ لِى عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ.

(২৩) আবুল হাইয়াজ (রাঃ) বলেন, আলী (রাঃ) একদা আমাকে বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে যে জন্য পাঠিয়েছিলেন, আমি কি তোমাকে সে জন্য পাঠাব না? তিনি বলেছিলেন, 'তুমি কোন মূর্তি না ভাঙ্গা পর্যন্ত ছাড়বে না এবং ছাড়বে না কোন উঁচু কবর যতক্ষণ না তা ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে।[২৪]

---

২২. ছহীহ মুসলিম হা/২২৮৯, ১/৩১২ পৃঃ, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩২ (ইফাবা হা/২১১৪); মিশকাত হা/১৬৯৭, পৃঃ ১৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬০৬, ৪/৭৩ পৃঃ।

২৩. বুখারী হা/২৪৭৮, ১/৩৩৬ পৃঃ, 'মাযালেম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩২; মুসলিম হা/৪৭২৫-باب إِزَالَةِ الأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ । আমাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে মূর্তি ভেঙ্গে খান খান করার জন্য এবং আল্লাহ্র তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যেন তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা হয়- ছহীহ মুসলিম হা/১৯৬৭, ১/২৭৬ পৃঃ, 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫২- أَرْسَلَنِىْ بِصِلَةِ الأَرْحَامِ وَكَسْرِ الأَوْثَانِ وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَىْءٌ।

২৪. ছহীহ মুসলিম হা/২২৮৭, ১/৩১২ পৃঃ, (ইফাবা হা/২১১২); মিশকাত হা/১৬৯৬, পৃঃ ১৪৮।

(٢٤) عَنْ نَافِعٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ أُنَاسًا يَأْتُوْنَ الشَّجَرَةَ الَّتِيْ بُوْيِعَ تَحْتَهَا قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ

(২৪) নাফে‘ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) এ মর্মে জানতে পারলেন যে, যে গাছের নীচে রাসূল (ছাঃ) বায়‘আত নিয়েছিলেন ঐ গাছের কাছে মানুষ ভীড় করছে। তখন তিনি নির্দেশ দান করলে কেটে ফেলা হয়।[২৫]

(٢٥) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيْ خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِيْ هَذِهِ إِلَى أَبِيْ جَهْمٍ وَائْتُوْنِيْ بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِيْ آنِفًا عَنْ صَلاَتِيْ.

(২৫) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদা একটি চাদরে ছালাত আদায় করেন, যাতে নকশা ছিল। তিনি উক্ত নকশার দিকে একবার দৃষ্টি দেন। যখন তিনি ছালাত শেষ করলেন তখন বললেন, তোমরা আমার এই চাদরটি আবু জাহামের নিকট নিয়ে যাও এবং আম্বেজানিয়াহ কাপড়টি নিয়ে এসো। কারণ এটা এখনই আমাকে আমার ছালাত থেকে বিরত রেখেছিল।[২৬]

(٢٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.

(২৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্য কাউকে মসজিদে হারানো জিনিষ খোঁজ করতে শুনবে, সে যেন বলে আল্লাহ যেন তোমাকে ফেরত না দেন। কারণ মসজিদ সমূহ এ জন্য তৈরি করা হয়নি।[২৭]

(٢٧) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِيْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

---

২৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৭৫৪৫; তাহযীরুস সাজেদ, পৃঃ ৮৩।
২৬. ছহীহ বুখারী হা/৩৭৩, ১/৫৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৩৬৬, ২/২১৩ পৃঃ), ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪; ছহীহ মুসলিম হা/১২৬৭; মিশকাত হা/৭৫৭, পৃঃ ৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭০১, ২/২৩৮, ‘সতর ঢাকা’ অনুচ্ছেদ।
২৭. ছহীহ মুসলিম হা/১২৮৮; মিশকাত হা/৭০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৫৪, ২/২১৮ পৃঃ।

(২৭) মু'আবিয়াহ ইবনু কুর্রা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে আমাদেরকে নিষেধ করা হত আমরা যেন খুঁটির মাঝে ছালাতের কাতার না করি'।[২৮]

(٢٨) عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

(২৮) আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন না বসে, যতক্ষণ দুই রাক'আত ছালাত না পড়বে'।[২৯]

(٢٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

(২৯) জাবের (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) জুম'আর দিনে খুৎবা দিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি ছালাত আদায় করেছ? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তুমি দাঁড়াও দুই রাক'আত ছালাত আদায় কর'।[৩০]

(٣٠) عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ فِيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا.

(৩০) উম্মু ফাওরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমল সমূহের মধ্যে কোন্ আমল সর্বাধিক উত্তম? তিনি উত্তরে বলেন, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।[৩১]

---

২৮. ইবনু মাজাহ হা/১০০২, পৃঃ ৭০, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৫, ১/৩৩৪ পৃঃ।

২৯. ছহীহ বুখারী হা/১১৬৩, ১/১৫৬ পৃঃ; বুখারী হা/৪৪৪, ১/৬৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৩১, ১/২৪৪ পৃঃ), 'ছালাত' অধ্যায়, 'কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন দুই রাক'আত ছালাত আদায় করবে' অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম হা/১৬৮৭; মিশকাত হা/৭০৪, পৃঃ ৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৫২, ২/২১৭ পৃঃ, 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ।

৩০. ছহীহ বুখারী হা/৯৩০ ও ৯৩১, ১/১২৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৮৩ ও ৮৮৪, ২/১৯০ ও ১৯১ পৃঃ), 'জুম'আর ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩২; ছহীহ মুসলিম হা/২০৫৫ ও ২০৫৬, ১/২৮৭ পৃঃ, 'জুম'আ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৫।

৩১. ছহীহ আবুদাউদ হা/৪২৬, ১/৬১ পৃঃ; তিরমিযী হা/১৭০, ১/৪২ পৃঃ; সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৬০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৯, ২/১৭৯ পৃঃ।

(٣١) عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَـرَاءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيْتُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ.

(৩১) আবুযার (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাকে বলেন, তোমার আমীরগণ যখন ছালাতের ওয়াক্ত থেকে সরিয়ে ছালাত দেরী করে পড়বে বা ছালাতকে তার ওয়াক্ত থেকে মেরে ফেলবে, তখন তুমি কী করবে? আমি তখন বললাম, আমাকে আপনি কী নির্দেশ দিচ্ছেন? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ছালাতের সময়েই ছালাত আদায় করে নাও। অতঃপর তাদের সাথে যদি আদায় করতে পার, তাহলে আদায় কর। তবে তা তোমার জন্য নফল হবে।[৩২]

(٣٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوْتِهِنَّ حِيْنَ يَقْـضِيْنَ الـصَّلَاةَ لَـا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.

(৩২) আয়েশা (রাঃ) বলেন, মুমিন মহিলারা চাদর আবৃত হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ফজরের ছালাতে উপস্থিত হত। অতঃপর যখন ছালাত শেষ হত, তখন তারা তাদের বাড়ীতে ফিরে যেত। কিন্তু অন্ধকারের কারণে তাদেরকে কেউ চিনতে পারত না।[৩৩]

(٣٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَـصْرَ وَالـشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْـضُ الْعَوَالِيْ مِنْ الْمَدِيْنَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ.

---

৩২. ছহীহ মুসলিম হা/১৪৯৭, ১/২৩০ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৩৩৮); মিশকাত হা/৬০০, পৃঃ ৬০-৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫২, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৭।

৩৩. ছহীহ বুখারী হা/৫৭৮, ১/৮২ পৃঃ, 'ওয়াক্ত সমূহ' অধ্যায়, 'ফজরের ওয়াক্ত' অনুচ্ছেদ-২৭, (ইফাবা হা/৫৫১, ২/২৮ পৃঃ)।

(৩৩) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আছরের ছালাত তখন পড়তেন, যখন সূর্য উঁচুতে উজ্জ্বল অবস্থায় থাকত। অতঃপর কেউ আওয়ালী বা উঁচু স্থানগুলোর দিকে যেত এবং সেখানে পৌঁছত, তখনও সূর্য উপরেই থাকত। আর আওয়ালীর কোন কোন স্থান মদীনা হতে চার মাইল বা অনুরূপ দূরে।[৩৪]

(٣٤) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُوْرًا فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

(৩৪) রাফে' ইবনু খাদীজ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আছরের ছালাত আদায় করতাম। অতঃপর একটি উট যবহে করতাম। তারপর তাকে দশ ভাগে ভাগ করতাম। অতঃপর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই আমরা তা পাক করে গোশত খেতাম ।[৩৫]

(٣٥) عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِى الطُّهُوْرِ فَمَا طُهُوْرُكُمْ قَالُوْا نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَنَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ قَالَ فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوْهُ.

(৩৫) আবু আইয়ূব আনছারী, জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ ও আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়- 'তথায় (কুবায়) এমন কতিপয় লোক রয়েছে, যারা পবিত্রতা লাভ করাকে ভালবাসে এবং আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আনছারগণ! এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পবিত্রতার ব্যাপারে প্রশংসা করলেন। তোমরা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন কর? তারা বলল, আমরা ছালাতের জন্য ওযূ করে থাকি, অপবিত্রতা হতে গোসল করে থাকি এবং পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এটাই তার কারণ। সুতরাং তোমরা সর্বদা এটা করতে থাকবে।[৩৬]

---

৩৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৫৫০, ১/৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫২৪, ২/১৬ পৃঃ); মিশকাত হা/৫৯২, পৃঃ ৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৪, ২/১৭৪ পৃঃ, 'জলদি ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ।

৩৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/২৪৮৫, ১/৩৩৮ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/১৪৪৬, ১/২২৫ পৃঃ (ইফাবা হা/১২৮৯); মিশকাত হা/৬১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৬৬।

৩৬. ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩৫৫, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৩৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪১, 'পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ; আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৩১, ৩/১১৩ পৃঃ।

(٣٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَتَسْتَطِيْعُ أَنْ تُرِيَنِيْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

(৩৬) আমর ইবনু ইয়াহইয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদকে বললেন, আপনি কি আমাকে দেখাতে পারেন- কিভাবে রাসূল (ছাঃ) ওযূ করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি পানি চাইলেন। তার দুই হাতে পানি ঢাললেন এবং দুইবার তার হাত ধৌত করলেন। তারপর তিনবার কুলি করলেন এবং নাক ঝাড়লেন এবং তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। তারপর দুইবার দুইবার করে কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর দুই হাত দ্বারা মাথা মাসাহ করেন। এতে দুই হাত তিনি সামনে করেন এবং পিছনে নেন। তিনি মাথার অগ্রভাগ থেকে শুরু করে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যেতেন অতঃপর যে স্থান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। অতঃপর দুই পা ধৌত করেন।[৩৭]

(٣٧) عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

(৩৭) আম্মার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমার জন্য এইরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি তাঁর দুই হাত মাটির উপর মারলেন এবং ফুঁক দিলেন। অতঃপর দুই হাত দ্বারা মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করলেন।[৩৮]

---

৩৭. ছহীহ বুখারী হা/১৮৫, ১/৩১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৫); মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৪, পৃঃ ৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬২, ২/৭৮ পৃঃ; ছহীহ তিরমিযী হা/৩৪।

৩৮. ছহীহ বুখারী হা/৩৩৮, ১/৪৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৩৩১, ১/১৮৮ পৃঃ), 'তায়াম্মুম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪; মুসলিম হা/৮৪৬, ১/১৬১ পৃঃ; মিশকাত হা/৫২৮, পৃঃ ৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৩, ২/১৩৫ পৃঃ।

(٣٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِيْنِهِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلاَثُوْنَ حَسَنَةً.

(৩৮) ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ১২ বছর আযান দিবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। তার আযানের কারণে প্রত্যেক দিন ৬০ টি নেকী লেখা হবে এবং প্রত্যেক ইক্বামতের জন্য ৩০ টি নেকী লেখা হবে।[৩৯]

(٣٩) عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوْتِرَ الإِقَامَةَ.

(৩৯) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)-কে আযান দুইবার করে আর ইক্বামত একবার করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৪০]

(٤٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ

(৪০) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে আযান ছিল দুই বার দুইবার করে এবং ইক্বামত ছিল একবার একবার করে। ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ দুইবার ছিল।[৪১]

(٤١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِيْ صَفٍّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

---

৩৯. ইবনু মাজাহ হা/৭২৮, পৃঃ ৫৩, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৬৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬২৭, ২/২০৬ পৃঃ।

৪০. নাসাঈ হা/৬২৭, ১/৭৩ পৃঃ; ছহীহ বুখারী হা/৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ১/৮৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫৭৮-৫৮০, ২/৪২-৪৩ পৃঃ), 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২ ও ৩; ছহীহ মুসলিম হা/৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৭, ১/৬৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭২২, ৭২৩ ও ৭২৫), 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২; মিশকাত হা/৬৪১, পৃঃ ৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯০, ২/১৯০ পৃঃ, 'আযান' অনুচ্ছেদ।

৪১. আবুদাঊদ হা/৫১০, ১/৭৬ পৃঃ; মিশকাত হা/৬৪৩, পৃঃ ৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯২, ২/১৯২ পৃঃ।

(৪১) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাতারের মাঝে ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়াবে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।[৪২]

(٤٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِأَيْدِىْ إِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ.

(৪২) ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কাতার সোজা করবে, বাহুসমূহকে বরাবর রাখবে, ফাঁক সমূহ বন্ধ করবে এবং তোমাদের ভাইদের হাতের সাথে নম্রতা বজায় রেখে মিলিয়ে দিবে; মধ্যখানে শয়তানের জন্য ফাঁক রাখবে না। যে ব্যক্তি কাতারের মাঝে মিলিয়ে দাঁড়ায়, আল্লাহ তাকে তাঁর নিকটবর্তী করে নেন। আর যে ব্যক্তি কাতারের মাঝে পৃথক করে দেয় আল্লাহও তাকে পৃথক করে দেন।[৪৩]

(٤٣) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثَلاَثًا وَاللهِ لَتُقِيْمُنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.

(৪৩) নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মুছল্লীদের দিকে মুখ করতেন অতঃপর বলতেন, তোমরা কাতার সোজ কর। এভাবে তিনি তিনবার বলতেন। আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করবে অথবা আল্লাহ তোমাদের অন্তরের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে দিবেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমি দেখতাম, মুছল্লী তার সাথী ভাইয়ের কাঁধে কাঁধ, হাঁটুর পার্শ্বের সাথে হাঁটুর পার্শ্ব এবং টাখনুর সাথে টাখনু ভিড়িয়ে দিত।[৪৪]

---

৪২. ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৫৭৯৫; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩৮২৪; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৯২।

৪৩. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৬৬৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১১০২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৩৪, ৩/৬১ পৃঃ।

৪৪. আবুদাঊদ হা/৬৬২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, সনদ ছহীহ।

(٤٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ إِنِّىْ لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ.

(৪৪) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কাতার সমূহে পরস্পরে মিলে দাঁড়াবে এবং পরস্পরকে কাছে কাছে রাখবে। আর তোমাদের ঘাড় সমূহকে সমপর্যায়ে সোজা রাখবে। আমি ঐ সত্তার কসম করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে দেখি সে কাতারের ফাঁক সমূহে প্রবেশ করে, কাল ভেড়ার বাচ্চা ন্যায়।[৪৫]

(٤٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ فِى النَّارِ.

(৪৫) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এক শ্রেণীর মুছল্লী লোকেরা সর্বদা প্রথম কাতার থেকে পিছিয়ে থাকবে। অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[৪৬]

(٤٦) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّى وَحْدَهُ فَقَالَ أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّىَ مَعَهُ.

(৪৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার জনৈক মুছল্লীকে একাকী ছালাত আদায় করতে দেখে বলেন, কে আছ এই ব্যক্তিকে ছাদাক্বা দিবে? তার সাথে ছালাত আদায় করতে পারে?[৪৭]

---

৪৫. ছহীহ আবুদাউদ হা/৬৬৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, সনদ ছহীহ ; মিশকাত হা/১০৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০২৫, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮, 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ।

৪৬. আবুদাউদ হা/৬৭৯, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১১০৪; ছহীহ মুসলিম হা/১০১০; মিশকাত হা/১০৯০।

৪৭. আবুদাউদ হা/৫৭৪, ১/৮৫ পৃঃ, 'এক মসজিদে দু'বার জামা'আত করা' অনুচ্ছেদ-৫৬; মিশকাত হা/১১৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৭৮, ৩/৮২, 'ছালাত' অধ্যায়, 'মুক্তাদীর কর্তব্য ও মাসবূকের করণীয়' অনুচ্ছেদ।

(٤٧) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.

(৪৭) মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন ছালাতের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের দুইজনের কেউ আযান ও ইক্বামত দিবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।[৪৮]

(٤٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِيْنَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُوْدِ.

(৪৮) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি তিনি যখন ছালাতে দাঁড়াতেন, তখন কাঁধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন। যখন তিনি রুকূর জন্য তাকবীর দিতেন তখনও এটা করতেন। রুকূ থেকে যখন মাথা উঠাতেন, তখনও দুই হাত উঠাতেন এবং 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন। তিনি সিজদায় এমনটি করতেন না।[৪৯]

(٤٩) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ.

---

৪৮. বুখারী হা/৬৫৮, ১/৯০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬২৫, ২/৬২ পৃঃ); মুসলিম হা/১৫৭০, ১/২৩৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪০৭); তিরমিযী হা/২০৫; মিশকাত হা/২৮২।

৪৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৭৩৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০২, (ইফাবা হা/৬৯৯-৭০৩, ২/১০০-১০২ পৃঃ); এছাড়া হা/৭৩৫, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯ দ্রঃ; ছহীহ মুসলিম হা/৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮, (ইফাবা হা/৭৪৫-৭৪৯), 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯।

(৪৯) আলী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যখন ফরয ছালাতে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর দিতেন এবং কাঁধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন। যখন তিনি ক্বিরাআত শেষ করতেন ও রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখনও তিনি অনুরূপ করতেন। যখন তিনি রুকূ থেকে উঠতেন তখনও তিনি অনুরূপ করতেন। তবে বসা অবস্থায় তিনি রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন না। কিন্তু যখন তিনি দুই রাক'আত শেষ করে দাঁড়াতেন, তখন অনুরূপ রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন এবং তাকবীর দিতেন।[৫০]

(٥٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إذا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى السُّجُوْدِ فَمَا زَالَت تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ تَعَالَى.

(৫০) ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন, যখন রুকূতে যেতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উত্তোলন করতেন, তখন রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন। সিজদার সময় তিনি এমনটি করতেন না। আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত তাঁর ছালাত সর্বদা এরূপই ছিল।[৫১]

(٥١) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَأَى رَجُلًا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَمَاهُ بِالْحَصَى.

(৫১) নাফে' (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় ইবনু ওমর (রাঃ) যখন কোন ব্যক্তিকে দেখতেন যে, সে রুকূতে যাওয়া ও উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করছে না, তখন তিনি তাকে পাথর নিক্ষেপ করতেন।[৫২]

(٥٢) قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوْعِ فَلَهُ بِكُلِّ إِشَارَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.

---

৫০. ছহীহ আবুদাউদ হা/৭৪৪, ১/১০৯ পৃঃ।

৫১. বায়হাক্বী, ইবনু হাজার আসক্বালানী, তালখীছুল হাবীর ১/৫৩৯ পৃঃ, হা/৩২৭; আদ-দিরায়াহ ফী তাখরীজি আহাদীছিল হিদায়াহ ১/১৫৩ পৃঃ; নাছবুর রাইয়াহ ১/৪১০; সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৪৪-এর আলোচনা দ্রঃ।

৫২. ইমাম বুখারী, রাফ'উল ইয়াদায়েন হা/১৪, পৃঃ ১৫; সনদ ছহীহ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৪৩-এর আলোচনা দ্রঃ; বায়হাক্বী, মা'রেফাতুস সুনান হা/৮৩৯।

(৫২) রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবী উক্ববা ইবনু আমের আল-জুহানী (রাঃ) বলেন, যখন মুছল্লী রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করবে, তখন তার জন্য প্রত্যেক ইশারায় দশটি করে নেকী হবে।[৫৩]

(٥٣) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُوْ حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِيْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

(৫৩) সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হত, মুছল্লী যেন ছালাতের মধ্যে তার ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রাখে। আবু হাযেম বলেন, এটা রাসূল (ছাঃ)-এর দিকেই ইঙ্গিত করা হত বলেই আমি জানি।[৫৪]

(٥٤) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّى فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ...

(৫৪) ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, আমি অবশ্যই রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের দিকে লক্ষ্য করতাম, তিনি কিভাবে ছালাত আদায় করেন। আমি তাঁর দিকে লক্ষ্য করতাম যে, তিনি ছালাতে দাঁড়াতেন অতঃপর তাকবীর দিতেন এবং কান বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন। তারপর তাঁর ডান হাত বাম হাতের পাতা, কবজি ও বাহুর উপর রাখতেন। অতঃপর যখন তিনি রুকূ করার ইচ্ছা করতেন তখন অনুরূপ দুই হাত উত্তোলন করতেন।...[৫৫]

(٥٥) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ.

---

৫৩. বায়হাক্বী, মা'রেফাতুস সুনান হা/৮৩৯; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ১২৯।

৫৪. ছহীহ বুখারী হা/৭৪০, ১/১০২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭০৪, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০২)। 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৭।

৫৫. নাসাঈ হা/৮৮৯, ১/১০২ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৭২৭, পৃঃ ১০৫; আহমাদ হা/১৮৮৯০; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৪৮০; ইবনু হিব্বান হা/১৮৬০, সনদ ছহীহ।

(৫৫) ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করেছি। রাসূল (ছাঃ) তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে বুকের উপর রাখতেন।[৫৬]

(٥٦) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(৫৬) উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার ছালাত হয় না'।[৫৭]

(٥٧) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِه فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِه فَقَالَ أَتَقْرَؤُوْنَ فِيْ صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ؟ فَسَكَتُوْا فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَاتٍ فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُوْنَ إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا لِيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيْ نَفْسِه.

(৫৭) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদা তাঁর ছাহাবীদের নিয়ে ছালাত আদায় করেন। যখন ছালাত শেষ করলেন, তখন তাদের দিকে মুখ করলেন। অতঃপর বললেন, ইমাম ক্বিরাআত করা অবস্থায় তোমরা তোমাদের ছালাতে ইমামের পিছনে ক্বিরআত পাঠ করলে? কিন্তু তারা চুপ থাকলেন। এভাবে তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। তখন তাদের একজন বা সকলে বললেন, হ্যাঁ আমরা পাঠ করেছি। তখন তিনি বললেন, তোমরা এমনটি কর না। নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।[৫৮]

---

৫৬. ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৪৭৯, ১/২৪৩ পৃঃ; বলূগুল মারাম হা/২৭৫।

৫৭. ছহীহ বুখারী হা/৭৫৬, ১/১০৪ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম ১/১৬৯ পৃঃ, হা/৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১,৮-৮২ ও ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬,৭৭; মিশকাত পৃঃ ৭৮, হা/৮২২ ও ৮২৩। ইমাম বুখারী উক্ত হাদীছ উল্লেখ করার পূর্বে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করেন, بَابُ وُجُوْبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُوْمِ فِى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ 'প্রত্যেক ছালাতে ইমাম-মুক্তাদী উভয়ের জন্য ক্বিরা'আত (সূরা ফাতিহা) পড়া ওয়াজিব। মুক্বীম অবস্থায় হোক বা সফর অবস্থায় হোক, জেহরী ছালাতে হোক বা সেরী ছালাতে হোক'। -ছহীহ বুখারী ১/১০৪ পৃঃ, হা/৭৫৬-এর অনুচ্ছেদ দ্রঃ।

৫৮. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৪১ তাহক্বীক্ব আলবানী, সনদ ছহীহ লিগায়রিহী; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/২৮০৫। আলবানী বলেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ লিগায়রিহী। মুহাক্কিক হুসাইন সালীম আসাদ বলেন, এর সনদ জাইয়িদ। -ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৪১।

(٥٨) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شَرِيْكٍ أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قُلْتُ وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ؟ قَالَ وَإِنْ كُنْتُ أَنَا قُلْتُ وَإِنْ جَهَرْتَ؟ قَالَ وَإِنْ جَهَرْتُ.

(৫৮) ইয়াযীদ ইবনু শারীক ওমর (রাঃ)-কে একদা ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, তুমি শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ কর। আমি বললাম, যদি আপনি ইমাম হোন? তিনি বললেন, যদিও আমি ইমাম হই। আমি পুনরায় বললাম, যদি আপনি জোরে ক্বিরাআত পাঠ করেন? তিনি বললেন, যদিও আমি জোরে ক্বিরআত পাঠ করি।[৫৯]

(٥٩) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ آمِيْنَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

(৫৯) ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন 'গাইরিল মাগযূবি আলাাইহিম ওয়ালাযযাল্লিন' বলতেন, তখন তিনি আমীন বলতেন। তিনি আমীনের আওয়াযটা জোরে করতেন।[৬০]

(٦٠) عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلاَمِ وَالتَّأْمِيْنِ.

(৬০) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা 'সালাম' ও 'আমীন' বলার কারণে ইহুদীরা তোমাদের সাথে সবচেয়ে বেশী হিংসা করে'।[৬১]

(٦١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

---

৫৯. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৩০৪৭; সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৯২-এর আলোচনা দ্রঃ।

৬০. আবুদাউদ হা/৯৩২, ১/১৩৪-১৩৫ পৃঃ।

৬১. আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৯১।

(৬১) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সিজদা করবে, তখন যেন উটের শয়নের মত না করে। সে যেন দুই হাঁটুর আগে দুই হাত রাখে'।[৬২]

(٦٢) عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِوَضْعِ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَكَانَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

(৬২) ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন সিজদা করতেন, তখন দুই হাঁটু রাখার পূর্বে আগে দুই হাত রাখতেন। আর তিনি বলতেন, নবী (ছাঃ) এমনটি করতেন।[৬৩]

(٦٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اللهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ.

(৬৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) দুই সিজদার মাঝে মর্মে দু'আ পড়তেন।[৬৪]

(٦٤) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّى فَإِذَا كَانَ فِى وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا .

(৬৪) মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) যখন বেজোড় রাক'আতে থাকতেন, তখন সুস্থির হয়ে না বসে দাঁড়াতেন না।[৬৫]

(٦٥) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ..وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ قَامَ.

---

৬২. আবুদাঊদ হা/৮৪০, ১/১২২ পৃঃ; নাসাঈ হা/১০৯১, ১/১২৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৮৯৯।
৬৩. ত্বাহাবী হা/১৪০৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৬২৭, সনদ ছহীহ; মুস্তাদরাক হাকেম হা/৮২১; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৭৪৪; আলবানী, মিশকাত ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮২, টীকা নং ১।
৬৪. তিরমিযী হা/২৮৪, ১/৬৩ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৮৫০, ১/১২৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৯০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪০, ২/৩০১ পৃঃ।
৬৫. বুখারী হা/৮২৩, ১/১১৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৮৫ ও ৭৮৬, ২/১৪১ পৃঃ);; মিশকাত হা/৭৯৬।

(৬৫) মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) যখন দ্বিতীয় রাক'আতে সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তখন বসতেন এবং যমীনের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।[৬৬]

(٦٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي سِتِّيْنَ سَنَةً مَا تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَلاَ يُتِمُّ السُّجُوْدَ وَيُتِمُّ السُّجُوْدَ وَلاَ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ.

(৬৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় কোন মুছল্লী ৬০ বছর যাবৎ ছালাত আদায় করছে। কিন্তু তার ছালাত কবুল করা হচ্ছে না। সম্ভবত পূর্ণভাবে রুকূ করে কিন্তু সিজদা পূর্ণভাবে করে না। অথবা পূর্ণভাবে সিজদা করে কিন্তু পূর্ণভাবে রুকূ করে না।[৬৭]

(٦٧) عَنِ ابْنِ أَبْزَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِه السَّبَّاحَةِ فِى الصَّلاَةِ.

(৬৭) ইবনু আবযা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) ছালাতে তার শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।[৬৮]

(٦٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أُصْبُعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

(৬৮) আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন তাশাহ্হুদে বসতেন, তখন দু'আ করতেন। তিনি ডান হাত ডান উরুর উপর এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন। আর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং বৃদ্ধা আঙ্গুল মধ্যমা আঙ্গুলের উপর রাখতেন। আর বাম হাতের পাতা দ্বারা বাম হাঁটু চেপে ধরতেন।[৬৯]

---

৬৬. বুখারী হা/৮২৩, ১/১১৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৮৫ ও ৭৮৬, ২/১৪১ পৃঃ); মিশকাত হা/৭৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৪০, ২/২৫৪ পৃঃ; বুখারী হা/৮২৪, ১/১১৪ পৃঃ; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬৮৭; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৯১৯।

৬৭. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৯৬৩; ছহীহ তারগীব হা/৫২৯, সনদ হাসান।

৬৮. আহমাদ হা/১৫৪০৫; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৮১।

৬৯. ছহীহ মুসলিম হা/১৩৩৬, ১৩৩৮, ১/২১৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৮৪); মিশকাত হা/৯০৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪৭, ২/৩০৪ পৃঃ। উল্লেখ্য যে, অন্য হাদীছে এসেছে, তিপ্পান্নের ন্যায় ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। -ছহীহ মুসলিম হা/১৩৩৮; মিশকাত হা/৯০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪৬, ২/৩০৩ পৃঃ।

(٦٩) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

(৬৯) সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) যখনই কোন ছালাত আদায় করতেন, তখনই আমাদের দিকে মুখ করে ঘুরে বসতেন।[৭০]

(٧٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ.

(৭০) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয় মুমিন যখন ছালাতের মধ্যে থাকে তখন সে তার রবের সাথে মুনাজাত করে'।[৭১]

(٧١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِيْ اللهَ مَادَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ...

(৭১) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ ছালাতে দাঁড়াবে, তখন সে যেন তার সামনে থুথু না ফেলে। কারণ সে যতক্ষণ মুছাল্লাতে ছালাত রত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ্র সাথে মুনাজাত করে'..।[৭২]

(٧٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ بِيَمِيْنِهِ.

(৭২) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি।[৭৩]

---

৭০. বুখারী হা/৮৪৫, ১/১১৭ পৃঃ (ইফাবা হা/৮০৫, ২/১৫২ পৃঃ), 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৫৬; মুসলিম হা/১৪৮১, ১/২২৯ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪০; মিশকাত হা/৯৪৪ ও ৯০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৮৩, ২/৩১৮ পৃঃ 'তাশাহহুদে দু'আ' অনুচ্ছেদ। রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতেই সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীদের দিকে ঘুরে বসতেন। -ছহীহ বুখারী হা/৪০১, ৬৬১, ৮৪৭, ৯৭৬।

৭১. বুখারী হা/৪০৫, ১ম খণ্ড, ৫৮, (ইফাবা হা/৩৯৬, ১/২২৭ পৃঃ), 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৩। এছাড়া দ্রঃ হা/৪১৭, ৫৩১, ৫৩২ ও ১২১৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯, ৭৬ ও ১৬২।

৭২. বুখারী হা/৪১৬, ১/৫৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪০৫, ১/২৩০ পৃঃ); মুসলিম হা/১২৩০; ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭, 'মসজিদ ও ছালাতের জায়গা সমূহ' অধ্যায়; মিশকাত হা/৭১০, পৃঃ ৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৫৮, ২/২১৯ পৃঃ; 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ।

৭৩. আবুদাঊদ হা/১৫০২, ১/২১০ পৃঃ; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৩১৪৮; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৮৪৩।

(٧٣) عَنْ يُسَيْرَةَ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ وَلاَ تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ التَّوْحِيْدَ وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُوْلاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ.

(৭৩) ইউসায়রা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বলেন, তোমরা তাসবীহ, তাহলীল এবং পবিত্রতা বর্ণনা করবে। এতে তোমরা গাফলতি কর না। কারণ তোমরা তাওহীদ ভুলে যাবে। আর তোমরা আঙ্গুলে তাসবীহ বর্ণনা করবে। সেগুলো জিজ্ঞাসিত হবে এবং কথা বলবে।[৭৪]

(٧٤) عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بُهْرَامٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِامْرَأَةٍ مَعَهَا تَسْبِيْحٌ تُسَبِّحُ بِهِ فَقَطَعَهُ وَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَرَّ بِرَجُلٍ يُسَبِّحُ بِحَصَى فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ سَبَقْتُمْ! رَكِبْتُمْ بِدْعَةً ظُلْمًا! وَلَقَدْ غَلَبْتُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ عِلْمًا!

(৭৪) ছালত ইবনু বুহরাম (রাঃ) বলেন, 'ইবনু মাসঊদ (রাঃ) এক মহিলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার কাছে দানা ছিল। তা দ্বারা সেই মহিলা তাসবীহ গণনা করছিল। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) সেগুলো কেড়ে নিলেন এবং দূরে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর একজন লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন, যে পাথর কংকর দ্বারা তাসবীহ গণনা করছিল। ইবনু মাসঊদ তাকে নিজের পা দ্বারা লাথি মারলেন। তারপর বললেন, তোমরা অগ্রগামী হয়েছ! আর অন্ধকার বিদ'আতের উপর আরোহন করেছ! তোমরাই কি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবী হিসাবে ইলমের দিক থেকে বিজয়ী হয়েছ![৭৫]

(٧٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ.

(৭৫) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হবে তখন ফরয ছালাত ছাড়া অন্য কোন ছালাত নেই'।[৭৬]

---

৭৪. মুস্তাদরাক হাকেম হা/২০০৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩।

৭৫. ইবনু ওয়াযযাহ, আল-বিদউ, পৃঃ ২৩, হা/২১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৩-এর আলোচনা দ্রঃ, সনদ ছহীহ।

৭৬. মুসলিম হা/১৬৭৮-১৬৭৯ ও ১৬৮৪, ১/২৪৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৫১৪ ও ১৫২১) 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯; বুখারী হা/৬৬৩, ১/৯১ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬৩০, ২/৬৪ পৃঃ) 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৮; মিশকাত হা/১০৫৮, পৃঃ ৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৯১, ৩/৪৬ পৃঃ, 'জামা'আত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

(٧٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ يَعْنِى السُّبْحَةَ.

(৭৬) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছঃ) বলেছেন, তোমরা কি সক্ষম হবে যখন সে ছালাত আদায় করবে তখন সামনে বা পিছনে কিংবা ডানে বা বামে সরে যাবে? অর্থাৎ সরে গিয়ে সুন্নাত আদায় করবে।[৭৭]

(٧٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

(৭৭) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ফজরের দুই রাক‘আত ছালাত দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু তা হতে উত্তম।[৭৮]

(٧٨) عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمغرب وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاةِ الْفَجْرِ.

(৭৮) উম্মু হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনে রাতে ১২ রাক‘আত ছালাত আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হবে। যোহরের পূর্বে চার পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পর দুই এবং ফজরের পূর্বে দুই।[৭৯]

(٧٩) عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.

---

৭৭. ইবনু মাজাহ হা/১৪২৭; আবুদাঊদ হা/১০০৬, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘সুন্নাত ছালাত ফরয ছালাতের স্থান থেকে সরে গিয়ে পড়া’ অনুচ্ছেদ।

৭৮. মুসলিম হা/১৭২১; মিশকাত হা/১১৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯৬, ৩/৯২ পৃঃ।

৭৯. মুসলিম হা/১৭২৯; তিরমিযী হা/৪১৫; মিশকাত হা/১১৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯১, ৩/৯০ পৃঃ।

(৭৯) উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি যোহরের আগে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত হেফাযত করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।[৮০]

(৮٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلُّوْا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ صَلُّوْا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

(৮০) আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা মাগরিবের পূর্বে দুই রাক'আত ছালাত আদায় কর, তোমরা মাগরিবের পূর্বে দুই রাক'আত ছালাত আদায় কর। তৃতীয়বার বলেন, যার ইচ্ছা সে পড়বে। এজন্য যে লোকেরা যেন তাকে সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ না করে।[৮১]

(٨١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِىَ فَيَرْكَعُوْنَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيْبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيْهِمَا.

(৮১) আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা যখন মদীনায় থাকতাম তখন এমন হত যে, মুয়াযযিন মাগরিবের ছালাতের যখন আযান দিত, তখন লোকেরা কাতারে দাঁড়িয়ে যেত। অতঃপর তারা দুই রাক'আত দুই রাক'আত করে ছালাত আদায় করত। এমনকি কোন অপরিচিত লোক মসজিদে প্রবেশ করলে ধারণা করত, অবশ্যই মাগরিবের ছালাত হয়ে গেছে। এত মানুষ উক্ত দুই রাক'আত ছালাত আদায় করত।[৮২]

---

৮০. আবুদাঊদ হা/১২৬৯; তিরমিযী হা/৪২৮, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১১৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯৯, ৩/৯৩ পৃঃ।

৮১. বুখারী হা/১১৮৩, ১/১৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১১২ ও ১১১৩, ২/৩২৩ পৃঃ); মুসলিম হা/১৯৭৫, ১/২৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮০৮); মিশকাত হা/১১৬৫, পৃঃ ১০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯৭, ৩/৯২ পৃঃ।

৮২. মুসলিম হা/১৯৭৬, ১/২৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮০৯); মিশকাত হা/১১৮০, পৃঃ ১০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১১২, ৩/৯৭ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'সুন্নাত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

(٨٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ.

(৮২) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ফজর ছালাত আদায় করবে অতঃপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে যিকির করবে; তারপর দুই রাক'আত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য পূর্ণ একটি হজ্জ এবং পূর্ণ একটি ওমরার নেকী রয়েছে।[৮৩]

(٨٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ.

(৮৩) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'রাত্রির ছালাত দুই দুই রাক'আত। আর বিতর এক রাক'আত'।[৮৪]

(٨٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوْا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ.

(৮৪) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ বিজোড়। তিনি বিজোড়কে পসন্দ করেন। সুতরাং হে কুরআনের অনুসারীরা তোমরা বিতর পড়'।[৮৫]

(٨٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ فِيْ آخِرِهِنَّ.

(৮৫) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। তিনি শেষের রাক'আতে ব্যতীত বসতেন না।[৮৬]

---

৮৩. তিরমিযী হা/৫৮৬, ১/১৩০ পৃঃ; মিশকাত হা/৯৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯০৯, ৩/৬ পৃঃ, 'ছালাতের পর যিকির' অনুচ্ছেদ।

৮৪. ছহীহ নাসাঈ হা/১৬৯৩, ১/১৯০ পৃঃ, 'রাতের ছালাত' অধ্যায়, 'এক রাক'আত বিতর' অনুচ্ছেদ।

৮৫. আবুদাঊদ হা/১৪১৬, ১/২০০ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১১৭০; তিরমিযী হা/৪৫৩; মিশকাত হা/১২৬৬, পৃঃ ১১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৯৭, ৩/১৩৫ পৃঃ।

৮৬. মুস্তাদরাক হাকেম হা/১১৪০; বায়হাক্বী হা/৪৮০৩, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১; সনদ ছহীহ, তা'সীসুল আহকাম ২/২৬২ পৃঃ।

(٨٦) عَنْ عَطَاءَ أَنَّهُ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ لاَ يَجْلِسُ فِيْهِنَّ وَ لاَ يَتَشَهَّدُ إِلاَّ فِيْ آخِرِهِنَّ.

(৮৬) আত্বা (রাঃ) তিন রাক'আত বিতর পড়তেন কিন্তু মাঝে বসতেন না এবং শেষে ব্যতীত তাশাহহুদ পড়তেন না।[৮৭]

(٨٧) عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ.

(৮৭) ইয়ালা ইবনু উমাইয়া (রাঃ) বলেন, আমি একদা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বললাম, 'তোমাদের ছালাতে 'ক্বছর' করায় কোন দোষ নেই। যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে' এতে মানুষ নিরাপদ হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি যেমন আশ্চর্য হয়েছ আমিও তেমনি এতে আশ্চর্য হয়েছিলাম। অতঃপর আমি রাসূল (ছাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন, এটা ছাদাক্বাহ। আল্লাহ তোমাদের প্রতি ছাদাক্বাহ করেছেন। তোমরা তার ছাদাক্বাহ গ্রহণ কর।[৮৮]

(٨٨) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذَلِكَ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.

---

৮৭. মুস্তাদরাক হাকেম হা/১১৪২।

৮৮. মুসলিম হা/১৬০৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১, (ইফাবা হা/১৪৪৩), 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/১৩৩৫, পৃঃ ১১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৫৭, ৩/১৬৭ পৃঃ।

(৮৮) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) তাবূক যুদ্ধে অবস্থান করছিলেন। সওয়ার হওয়ার পূর্বে যদি সূর্য ঢুলে পড়ত, তবে তিনি যোহর ও আছর জমা করতেন। আর যদি সূর্য ঢুলে পড়ার পূর্বে সওয়ার হতেন, তবে যোহরকে দেরী করতেন আছর পর্যন্ত। অনুরূপ করতেন মাগরিবের ক্ষেত্রে। সওয়ার হওয়ার পূর্বে যদি সূর্য ডুবে যেত, তাহলে মাগরিব ও এশা জমা করতেন। আর সূর্য ডুবার পূর্বে যদি সওয়ার হতেন, তবে মাগরিবকে দেবী করতেন এবং এশার ছালাতের জন্য নেমে পড়তেন। অতঃপর মাগরিব ও এশা জমা করতেন।[৮৯]

(٨٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(৮৯) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন সফর অবস্থায় থাকতেন, তখন যোহর ও আছর জমা করতেন। অনুরূপ মাগরিব ও এশাও জমা করে আদায় করতেন।[৯০]

(٩٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

(৯০) জাবের ইবনু সামুরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর দু'টি খুৎবা ছিল। উভয় খুৎবার মাঝে তিনি বসতেন। খুৎবাতে তিনি কুরআন পাঠ করতেন এবং লোকদের উপদেশ দিতেন।[৯১]

(٩١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

৮৯. আবুদাঊদ হা/১২০৮, ১/১৭০ পৃঃ, 'দুই ছালাত' জমা করা অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৩৪৪, পৃঃ ১১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৬৬, ৩/১৭১ পৃঃ, 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ।

৯০. বুখারী হা/১১০৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৯, (ইফাবা হা/১০৪২, ২/২৮৭ পৃঃ); মিশকাত হা/১৩৩৯, পৃঃ ১১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৬১, ৩/১৬৯ পৃঃ।

৯১. মুসলিম হা/২০৩২, ১/২৮৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৬৫); মিশকাত হা/১৪০৫, পৃঃ ১২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩২১, ৩/১৯৭ পৃঃ।

(৯১) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি গোসল করে জুম'আর ছালাতে আসবে অতঃপর তার সাধ্যানুযায়ী ছালাত আদায় করবে, তারপর ইমাম খুৎবা শেষ করা পর্যন্ত চুপ করে থাকবে; অতঃপর ইমামের সাথে ছালাত আদায় করবে, তাহলে তার এই জুম'আ ও পরবর্তী জুম'আর মাঝের পাপ সমূহ ক্ষমা করা হবে। এমনকি অতিরিক্ত আরো তিন দিনের পাপ ক্ষমা করা হবে।[৯২]

(٩٢) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

(৯২) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুম'আর ছালাত আদায় করবে, তখন সে যেন জুম'আর পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করে।[৯৩]

(٩٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِى الإِسْلاَمِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ لَجُمُعَةٌ جُمِّعَتْ بِجُوَاثَاءَ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ قَالَ عُثْمَانُ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ.

(৯৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় মসজিদে নববীতে জুম'আ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম যে জুম'আ ছালাত অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেটা জুছা গ্রামে, যা ছিল বাহরাইনের কোন একটি গ্রাম। ওছমান (রাঃ) বলেন, আব্দুল ক্বায়েস গোত্রের কোন এক গ্রামে।[৯৪]

(٩٤) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ كَتَبُوْا إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُوْنَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ؟ فَكَتَبَ جَمِّعُوْا حَيْثُمَا كُنْتُمْ.

---

৯২. মুসলিম হা/২০২৪, ১/২৮৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৫৭); মিশকাত হা/১৩৮২, পৃঃ ১২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩০০, ৩/১৮৮ পৃঃ; বুখারী হা/৮৮৩, ১/১২১ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৩৯, ২/১৭০ পৃঃ); মিশকাত হা/১৩৮১, পৃঃ ১২২।

৯৩. ছহীহ মুসলিম হা/২০৭৩ ও ২০৭৫, ১/২৮৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৯০৬-১৯০৮); মিশকাত হা/১১৬৬, পৃঃ ১০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯৮, ৩/৯৩ পৃঃ।

৯৪. আবুদাউদ হা/১০৬৮, ১/১৫৩ পৃঃ; বুখারী হা/৮৯২, ১/১২২ পৃঃ ও হা/৪৩৭১, (ইফাবা হা/৮৪৮, ২/১৭৩ পৃঃ)।

(৯৪) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, (ইয়ামনবাসীরা) ওমর (রাঃ)-এর নিকট চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করল জুম'আর ছালাত সম্পর্কে। তিনি তার উত্তরে লিখে পাঠান, যেখানে তোমরা অবস্থান করবে সেখানেই জুম'আর ছালাত আদায় করবে।[৯৫]

(٩٥) عَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ قَالَ شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ..

(৯৫) হাকাম ইবনু হাযন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে জুম'আর দিন হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিতে দেখেছি।[৯৬]

(٩٦) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ إِذَا مِتُّ فَلاَ تُؤْذِنُوْا بِيْ أَحَدًا إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ نَعْيًا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ.

(৯৬) হুযায়ফাহ (রাঃ) বলেন, আমি যখন মারা যাব, তখন আমার মৃত্যু সম্পর্কে কাউকে সংবাদ দিবে না। কারণ আমি ভয় করি সেটা শোক সংবাদ হয় কি-না। আর আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছি, তিনি মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে নিষেধ করতেন।[৯৭]

(٩٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلاَ تَسْمَعُوْنَ إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيْهِ بِالْعَصَا وَيَرْمِيْ بِالْحِجَارَةِ وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ.

---

৯৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫১০৮, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল হা/৫৯৯-এর আলোচনা দ্রঃ; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৩২।

৯৬. ছহীহ আবুদাঊদ, সনদ হাসান, হা/১০৯৬, ১/১৫৬ পৃঃ; ইরওয়াউল গালীল হা/৬১৬, ৩/৭৮; বায়হাক্বী ৩/২০৬, সনদ ছহীহ; বুলূগুল মারাম হা/৪৬৩।

৯৭. তিরমিযী হা/৯৮৬, ১/১৯২ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১৪৭৬, পৃঃ ১০৬, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪, সনদ হাসান।

(৯৭) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কি শুননি, নিশ্চয়ই আল্লাহ চোখের কান্না ও অন্তরের চিন্তার কারণে শাস্তি দিবেন না; বরং তিনি শাস্তি দিবেন এর কারণে। অতঃপর তিনি তার জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন। অথবা তার উপর রহম করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মাইয়েতকে তার পরিবারের কান্নার কারণে শাস্তি দেন। ওমর (রাঃ) এ জন্য লাঠিপেটা করতেন, পাথর মারতেন এবং মাটি নিক্ষেপ করতেন।[৯৮]

(٩٨) عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِى ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .

(৯৮) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ)-কে তিনটি কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। তাতে জামা এবং পাগড়ী ছিল না।[৯৯]

(٩٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ مِنْ تَكْبِيْرِ الْجَنَازَةِ

(৯৯) ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি জানাযার প্রত্যেক তাকবীরে দুই হাত উত্তোলন করতেন।[১০০] ইমাম বুখারী (রহঃ)ও উক্ত আছারের বিষয়টি ইঙ্গিত করেছেন।[১০১]

(١٠٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

---

৯৮. ছহীহ বুখারী হা/১৩০৪, ১/১৭৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২২৬, ২/৩৮৭ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম হা/২১৭৬; মিশকাত হা/১৭২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৩২, ৪/৮৪, 'জানাজা' অধ্যায়।

৯৯. ছহীহ বুখারী হা/১২৭২, ১/১৬৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৯৭, ২/৩৭০ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম হা/২২২৫; মিশকাত হা/১৬৩৫, পৃঃ ১৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৪৭, ৪/৪৯ পৃঃ।

১০০. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৭২৪৩; সুনানুছ ছুগরা হা/৮৬৬; সনদ ছহীহ, আহকামুল জানাইয, পৃঃ ১১৭- نعم روى البهقي (٤ / ٤٤) بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي ﷺ فله أن يرفع ।

১০১. ছহীহ বুখারী হা/১৩২২-এর আলোচনা দ্রঃ, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬, ১/১৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৪৪-এর আলোচনা, ২/৩৯৬; ফাৎহুল বারী ৩/২৪৫ পৃঃ। শায়খ বিন বায উক্ত হাদীছ সম্পর্কে বলেন, وهى مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين فى تكبيرات الجنازة ।

(১০০) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন।[১০২]

(١٠١) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِتَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَّةٌ.

(১০১) ত্বালহা বিন আব্দুল্লাহ বিন আওফ (রাঃ) বলেন, আমি একদা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করলাম। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা যেন জানতে পার যে উহা পড়া সুন্নাত।[১০৩]

(١٠٢) عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَيِّتِ يُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَوَجِّهْهُ وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تُوَجِّهْهُ لَكِنِ اجْعَلِ الْقَبْرَ إِلَى الْقِبْلَةِ قَبْرُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَبْرُ عُمَرَ وَقَبْرُ أَبِيْ بَكْرٍ إِلَى الْقِبْلَةِ.

(১০২) জাবের বলেন, আমি শা'বী (রহঃ)-কে মৃত ব্যক্তিকে ক্বিবলামুখী করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম? তিনি বললেন, চাইলে ক্বিবলামুখী কর, না হয় না কর। তবে কবরে ক্বিবলামুখী করে রাখো। কারণ রাসূল (ছাঃ), আবুবকর, ওমর (রাঃ)-কে কবরে ক্বিবলামুখী করে রাখা হয়েছে।[১০৪]

---

১০২. ছহীহ তিরমিযী হা/১০২৬, ১/১৯৮-৯৯ পৃঃ; মিশকাত হা/১৬৭৩, পৃঃ ১৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৮৩, ৪/৬৪ পৃঃ, 'জানাযা' অধ্যায়, 'জানাযার সাথে গমন ও জানাযার ছালাত' অনুচ্ছেদ। উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছটি সনদগতভাবে দুর্বল। তবে এর পক্ষে ছহীহ বুখারীতে হাদীছ থাকার কারণে শায়খ আলবানী (রহঃ) ছহীহ বলেছেন এবং ছহীহ তিরমিযী ও ছহীহ ইবনে মাজার মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযীও একই কথা বলেছেন।- তিরমিযী হা/১০২৬; ইবনু মাজাহ হা/১৪৯৫।

১০৩. ছহীহ বুখারী হা/১৩৩৫, ১/১৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৫৪, ২/৪০০ পৃঃ), 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬৫; মিশকাত হা/১৬৫৪, পৃঃ ১৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৬৫, ৪/৫৬ পৃঃ।

১০৪. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৬০৬১; ইবনু হাযম আন্দালুসী, আল-মুহাল্লা ৫/১৭৩ পৃঃ; আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃঃ ১৫১; আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূউ ফাতাওয়া ১৩/১৯০ পৃঃ।

(١٠٣) عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ (بِاللَّيْلِ) فِيْ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلَا فِيْ غَيْرِهَا عَلَى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلَاثًا.

(১০৩) আবু সালামা ইবনু আবদুর রহমান (রাঃ) একদা আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রামাযানের রাতের[১০৫] ছালাত কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে এবং রামাযানের বাইরে ১১ রাক'আতের বেশী ছালাত আদায় করতেন না। তিনি প্রথমে (২+২) চার রাক'আত পড়তেন। তুমি (আবু সালামা) তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাক'আত পড়তেন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি তিন রাক'আত (বিতর) পড়তেন।[১০৬]

(١٠٤) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيْمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُوْمَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً...

(১০৪) সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ওমর (রাঃ) উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম আদ-দারী (রাঃ)-কে লোকদেরকে নিয়ে ১১ রাক'আত ছালাত আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন'।[১০৭]

---

১০৫. মুসলিম হা/১৭২৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৫। উক্ত হাদীছে 'রাত' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে।

১০৬. বুখারী হা/২০১৩, ১১৪৭ ও ৩৫৬৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৯, 'তারাবীহ্‌র ছালাত' অধ্যায়-৩১, অনুচ্ছেদ-১; আরো দ্রঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৪ ও ৫০৪, (ইফাবা হা/১৮৮৬ (১৮৮৩), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৩; ছহীহ মুসলিম হা/১৭২৩ ও ১৭২০, ১/২৫৪ পৃঃ, 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়-৭, অনুচ্ছেদ-১৭; আবুদাঊদ, হা/১৩৪১, ১/৩৬৭; তিরমিযী হা/৪৩৯, ১/৯৯; নাসাঈ হা/১৬৯৭, ১/১৯১ পৃঃ; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯২, হা/১১৬৬; মুওয়াত্ত্বা ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২০; আহমাদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম অংশ, পৃঃ ৪৬৬ (৬/১০৪), হা/২৪৮৪৪ ও ঐ খণ্ড, পৃঃ ১৫৭ (৬/৩৬), হা/২৪১৮২;

১০৭. মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/১১৫ পৃঃ; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ ৪/৬৯৮ পৃঃ; ফিরইয়াবী ১/৭৬ পৃঃ ও ২/৭৫ পৃঃ; তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/৪০৭ পৃঃ, হা/১৩০২-এর টীকা সহ দ্রঃ; মিশকাত, পৃঃ ১১৫; বঙ্গানুবাদ মেশকাত, ৩/১৫২ পৃঃ, হা/১২২৮, 'রামাযান মাসে রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ।

(١٠٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ التَّكْبِيْرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُوْلَى وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا.

(১০৫) আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'ঈদুল ফিতর-এর প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর দিতে হবে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে। আর উভয় রাক'আতে ক্বিরাআত পড়তে হবে তাকবীরের পরে'।[১০৮]

(١٠٦) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوْعِ.

(১০৬) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর-এর ছালাতে সাত এবং পাঁচ তাকবীর দিতেন, রুকূর দুই তাকবীর ছাড়াই।[১০৯]

সমাপ্ত

১০৮. আবুদাঊদ, হা/১১৫১ পৃঃ ১৬৩।
১০৯. ইবনু মাজাহ, হা/১২৮০, পৃঃ ৯১।

লেখক প্রণীত বই সমূহ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	মূল্য
১.	মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ-১	মুযাফফর বিন মুহসিন	১৩০
২.	মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ-২	মুযাফফর বিন মুহসিন	১৫০
৩.	শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত	মুযাফফর বিন মুহসিন	৫০
৪.	যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি	মুযাফফর বিন মুহসিন	৩০
৫.	তারাবীহ্‌র রাক'আত সংখ্যা	মুযাফফর বিন মুহসিন	৩৫
৬.	ঈদের তাকবীর	মুযাফফর বিন মুহসিন	২০
৭.	আহলেহাদীছদের সংগ্রামী চেতনা	মুযাফফর বিন মুহসিন	১২
৮.	গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে আহলেহাদীছ আন্দোলন	মুযাফফর বিন মুহসিন	১২
৯.	জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত	মুযাফফর বিন মুহসিন	১৪০

যোগাযোগ

মোবাইল : ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১, ০১৭১৭৬৭২৪৫৮